দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর পদ থেকে প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসকে প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবী

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসকে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী' আখ্যায়িত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পদ থেকে তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছে।

গতকাল শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি প্রফেসর শাহদিত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় এ দাবী জানানো হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন জনাব আ ন ম শহীদুল্লাহ, ডঃ নূরুর রহমান খান, ডঃ হারুন অর রশীদ, জনাব শরীফুল্লাহ ভূঁইয়া, ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী ও ডঃ মোস্তফা চৌধুরী প্রমুখ। সভায় গত ২৯ মার্চ কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসী কর্তৃক সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রভোস্টের বাসভবন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন ভাঙচুর করার, ভিসির বাসভবন লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ করার নিন্দা করা হয় এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ার দাবী জানানো হয়। এ সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনার অদ্যাবধি কোন বিচার না হওয়াতে সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে সেগুলোর বিচার দাবী করা হয়। সভা দলমত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে সকল সন্ত্রাসীকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায় এবং সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও যথাযথ শাস্তি প্রদান করার দাবী জানায়।

সভা ২৬ মার্চের গণআদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ২৪ জন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার নিন্দা জানায় এবং অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করার দাবী জানায়। এ লক্ষ্যে ঈদের পর সমিতির পক্ষ থেকে একটি মৌন মিছিল করার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়।

সভায় গোলাম আযম সম্পর্কে গণআদালতে প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সকল অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

সম্প্রতি 'ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি' এবং 'স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা কমিটি' পরিচয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে অপপ্রচার উল্লেখ করে সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।